সংক্ষিপ্তাকারে জামকারান মসজিদের পরিচিতি ঃ

কোম শহরের ইতিহাসের বইতে মরহুম নাসিরুস সারিয়াতীর উদ্ধৃতি দিয়ে হাজী মির্যা হুসাইন নূরী তার "মুসতাদরাকুল ওসায়েল" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ শেখ হাসান বিন মেছলেহ্ জামকারানী (রহঃ) বলেন ঃ ১৭ই রমযান ৩৯৩ হিজরী মঙ্গলবার রাতে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হটাৎ একদল লোক আমার ঘরের সামনে এসে আমাকে জাগ্রত করে বলল ওঠো ইমাম মাহ্দী (আঃ) তোমাকে যেতে বলেছেন। সদর দরজায় এসে দেখি বড় বড় ব্যক্তিত্বরা সেখানে উপস্থিত। তারা আমাকে নিয়ে এলো যেখানে বর্তমানে সমজিদটি অবস্থিত আছে। সেখানে এসে দেখলাম ইমাম একটি সিংহাসনের উপর বসে আছেন। আমাকে আমার নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ হাসন মুসলিমকে (যে ঐ জমির মালিক) বল যে, আল্লাহ্ অন্য সব জমির মধ্যে এই জমিকে পছন্দ করেছেন। সাইয়্যেদ আবুল হাসানের কাছে গিয়ে বল যে, এই জমিটিকে হাসন মুসলিমের কাছ থেকে কিনে অন্যদেরকে দিয়ে দিতে তারা এখানে মসজিদ তৈরী করবে। জনগণের উদ্দেশ্যে বল যে, এই জমির দিকে যেন খেয়াল করে চলে আর এটার প্রতি ভালবাসা দেখায় এবং এই মসজিদে চার রা'কাত নামায পড়ে, যার দুই রা'কাত হচ্ছে মসজিদের সম্মানে যা হচ্ছে এরূপ ঃ প্রতি রা'কাতে একবার সুরা হামদ ও সাতবার সুরা এখলাস, রুকু ও সেজদাতে সাতবার তসবীহ্ পড়তে হবে। অন্য দুই রা'কাত হচ্ছে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) উদ্দেশ্যে যা হচ্ছে এরূপ ঃ প্রতি রা'কাতে সুরা হামদ পড়ার সময় (اياك نعبد و اياك نستعين) এই লাইটাকে একশতবার পড়ে সূরা শেষ করতে হবে। রুকু ও সেজদায় তসবীহ্ পড়তে হবে সাতবার। তারপর নামায শেষে লা ইলাহা ইল্লালাহ্ বলে হযরত ফাতিমা (সাঃ)-এর তসবীহ্ পড়তে হবে এরূপে (আল্লাহ্ আকবার ৩৪ বার, আলহামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার, সুবহানা আল্লাহ্ ৩৩ বার)। তারপর সেজদায় গিয়ে একশতবার দরুদ শরিফ পাঠ করতে হবে। এই দুই রা'কাত নামাযের মুল্য কা'রা ঘরে নামায পড়ার সমতুল্য। এভাবেই এই মসজিদ তৈরী হয় যা আজও সবার আসা-যাওয়ার বা যিয়ারতের স্থান হয়ে আছে।

আরও অধিক জানতে হলে "নাজমুস সাকিব" নামক গ্রন্থ অবলোকন করা যেতে পারে।